“ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদন পুরস্কার ২০১৯ এ ভূষিত জনাব তপন কুমার সরকার”

জনাব তপন কুমার সরকার দক্ষতা ও সুচারুরূপে দায়িত্ব সম্পন্ন করার ফলে অর্জন করেছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদন পুরস্কার ২০১৯।

এই পুরস্কার প্রাপ্তির সময় তিনি জামালপুর জেলায় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন উপজেলা, জেলা প্রশাসন ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রমের স্থায়ীত্বশীল কারণে বিশেষ সফলতা অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি সুনামগঞ্জ জেলায় লেট আস লার্ন প্রকল্পের টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সহিত দায়িত্ব পালন করছেন। যার ফলে অতি অল্প সময়ে জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও কমিউনিটিকে প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

তপন কুমার সরকার ১৯৭২ সালের ১লা জানুযারি নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার মাদুরপাড় গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সন্তোষ কুমার সরকার মাতা নিহার বালা সরকারের কনিষ্ট সন্তান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন “ব্যবস্থাপনা” বিষয়ে সার্টিফিট কোর্স ও Sociology & Anthropology উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে তার বড় ভাই প্রভাষক হিসেবে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, ১৯৯৯ সালে ময়মনসিংহ থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে এবং তার সহধর্মিনী ২০১৪ সালে নরসিংদী জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হন। সে পারিবারিকভাবে সামাজিকতা ও নৈতিক শিক্ষার হাতেখড়ি নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে যোগদান করে স্রষ্টার এবাদাত ও সৃষ্টের সেবা এই মূল মন্ত্র হৃদয়ে লালন করে সমাজে পিছিয়ে পড়া, দুস্থ, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে ১৯৯৫ সালে সুপারভাইজার (গ্রেড-৫) হিসেবে কাজে যোগদান করে গ্রেড-১০ এ উন্নিত হয়েছেন।

তিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনিত হয়ে নরসিংদী জেলার সকল এনজিও’র সমন্বয়কারী হিসেবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেন এবং নরসিংদী জেলার সকল এনজিও’র সাথে সমন্বয় করে উন্নয়ন ধারা “ডাইরেক্টরী” প্রকাশ করেন। সেই ডাইরেক্টরী বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা ও মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়, যা এখনও প্রতিটি জেলায় অনুসরণ করে। উক্ত ডাইরেক্টরীতে তিনি শুভেচ্ছা বার্তা দেন। উল্লেখ্য যে উক্ত ডাইরেক্টরীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী রফিকুল আলম স্যার এবং ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ মহোদয়ের-এর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

জামালপুর জেলায় ২০১৫ সালের পর থেকে দাতা সংস্থার আর্থিক সহযোগীতা না পাওয়ায় পরও অত্র এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম তার নেতৃত্বে স্থানীয়দের সহযোগিতায় অদ্যবধি চলমান আছে। Qatar EAC Team স্থানীয় সহযোগিতায় পরিচালিত ডাম-সিএলসি প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম ভিডিও করেন, যা কাতারের ওয়াইজ সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়। যার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উন্নয়ন কর্মকান্ড একাধিকবার দেশী-বিদেশী ভিজিটরদের দেখিয়ে মিশনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন এবং সংস্থার পরিচিতি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন।

নরসিংদী জেলায় তার নেতৃতে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে আইসিটি মেলার আয়োজন করে জেলার সাধারণ জনগণকে আইসিটি বিষয়ে সচেতন করেন।

জনাব তপন কুমার সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন তালিকাভূক্ত গীতিকার। তার রচিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশের উপর সংগীত, সচেতনতার উপর গণজাগরণমূলক গান, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশনার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানিক সুনাম অর্জনে অবদান রেখেছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা ও ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তিতে সে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

তিনি ভবিষ্যতে এ পেশায় স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবার নিমিত্তে সমাজে পিছিয়ে পড়া, দুস্থ, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো বেশি অবদান রাখতে পারে, তার জন্য সকলের আর্শিবাদ কামনা করেন।